শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার অর্জিত সাফল্য ২০০৯ থেকে ২০১৩

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাজ্ঞালী জাতির পিতা বজ্ঞাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৬ সালে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্পকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ প্রণয়ন করেন এবং এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন। এ'লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাণিজ্য ও শিল্প (Commerce & Industries) বিভাগ হিসেবে ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হতো। সরকারের নীতিমালায় ও উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তনের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সংকুচিত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে, বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সৃষ্টি করা হয়। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫৯৩ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২১ টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয় এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। অবশিষ্ট ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩ টি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাম্ম্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতায়, ১৭ টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় এবং ০৯টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অধীনে রাখা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

২০২১ সালের মধ্যে দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা ও শিল্প খাতে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

- (১) ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন;
- (২) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সার বন্টনে দক্ষতা অর্জন;
- (৩) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে পণ্যের মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণ:
- (৪) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল (এপিআই) উৎপাদনের নিমিত্ত শিল্প পার্ক স্থাপন;
- (৫) কটির, ক্ষদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন:
- (৬) চিনি ও লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা;
- (৭) দেশে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পরিবেশ বান্ধব মোটরযান তৈরি:
- (৮) গ্রামীণ জনপদের জন্য হালকা পরিবেশ বান্ধব "গ্রিন ভেহিকেল" তৈরি ;
- (৯) উৎপাদনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ;
- (১০) শিল্প সংক্রান্ত মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও মেধা চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা;
- (১১) বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষ্ঞািক সহায়তা প্রদান করে শিল্পায়নের প্রসার।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকৌশল:

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং

[ী] শিল্প মন্ত্ৰণালয় কৰ্তৃক ৪৯০টি, প্ৰাইভেটাইজেশন কমিশন কৰ্তৃক ২৬টি, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা [বিএসআরএস] কৰ্তৃক ০১টি, অগ্ৰণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কৰ্তৃক ০১টি করে মোট ০২টি ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ [আইসিবি] কৰ্তৃক ০২টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণ। পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ ছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় বিবেচ্য সময়ে ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, শিল্প প্রট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০, লবণ নীতি ২০১১, পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙাা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআইয়ের দ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

০১. আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়নঃ

১.১ জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০

বাংলাদেশের শিল্লায়নের রূপকার বঞ্চাবন্ধুর স্বপ্লের উপর ভিত্তি করেই শিল্ল মন্ত্রণালয় আজ সমৃদ্ধি ও সাফল্যের এই অবস্থানে পৌছেছে। সে ধারাবাহিকতায় বঞ্চাবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃতে সরকার গঠনের পর দেশের শিল্লায়নের গতিকে বেগবান করতে ''জাতীয় শিল্লনীতি-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্ল ২০২১ গ্রহণ করেছে এবং এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শিল্লখাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্লখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উনীত হবে। ''জাতীয় শিল্লনীতি ২০১০'' এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্লায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্যে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যম শিল্পখণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহ্ বিনিয়োগ এবং রপ্তানি উত্ররোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, 1940 রহিত করে ২০০৯ সালে বাংলা ভাষায় ''ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯'' প্রণয়ন করা হয়। নতুন আইনের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত সার্ভিস মার্কস রেজিস্ট্রেশনের বিধান সৃষ্টি করা হয়। TRIPS চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৬ এর সঞ্চো সঞ্চাতি রেখে সুপরিচিত (Well Known) ট্রেডমার্ক এর স্বার্থ সংরক্ষণের বিধান এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্যারিস কনভেনশনভুক্ত দেশের আবেদনের ক্ষেত্রে কনভেনশন অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে।

সমষ্টিগত মার্ক রেজিস্ট্রেশনের বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবন্ধনে বিরোধ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের বিধান করা হয়েছে। "ট্রেডমার্ক আবেদনে কোন বুটি না থাকলে অথবা নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট কোন বিরোধিতা না থাকলে বা আপত্তি না থাকলে, আবেদনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনপত্র দাখিলের ১৫০ কার্য দিবসের মধ্যে নিবন্ধন সন্দ দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

১.৩ দি শিপ ব্রেকিং এন্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস ২০১১ (The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011)

জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙাা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডকে সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙাা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন নীতিমালা না থাকায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011 প্রণয়ন করা হয়। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙাা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সম্প্রকিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিধিমালার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি যেমন- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানীতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, পরিদর্শন অনুমতি, সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (Cutting) অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্তর্গত TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তির ২২ নং আর্টিক্যাল অনুযায়ী বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষার বিধানকল্পে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে উৎপাদিত এ ধরণের পণ্য চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন ও পণ্যের অনুমোদিত ব্যবহারকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করাই এ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই আইন প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জি আই পণ্যসমূহ যেমন-ঢাকাই জামদানী শাড়ী, পদ্মার ইলিশ, ফরিদপুরের নকশী-কাঁথা, রাজশাহীর ফজলি আম, টাংগাইলের তাঁতের শাড়ী, পোড়া বাড়ীর চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, সিলেটের শীতলপাটি ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জি আই পণ্যসমূহকে রেজিস্ট্রশনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নকল ও অবৈধ বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা যাবে। ফলশ্রুতিতে এসকল দেশীয় জি আই পণ্যের উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈধ উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গ/সংস্থা/সরকার প্রাপ্ত বাণিজ্যিক সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

১.৫ ''ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩

অপুষ্টি এবং অনুপুষ্টিজনিত সমস্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। এ অনুপুষ্টির মধ্যে ভিটামিন-এ, আয়রন, জিংক, আয়োডিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ভিটামিন-এ স্বল্পতা জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম সমস্যা এবং একই সাথে এটি শিশুর প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ জন্য ভিটামিন-ওএহ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের উদ্দ্যেশ্যে ভিটামিন-ওএই সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সরবরাহ বা বিপানন বাধ্য করাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠ্ঞাক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন অত্যাবশ্যক মনে করে শিল্প মন্ত্রণালয় "ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩" এর আওতায় ভোজ্যতেলের বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধকরণ, ভোজ্যতেলের আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের

বোতল, প্যাকেট, টিন কিংবা অন্যান্য আধারের গায়ে প্রতীক সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা ও হোটেল, রেস্তোঁরাসহ বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও উহা তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটিতে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এ আইনে বিভিন্ন পর্যায়ে অপরাধ ও দন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের কোটি কোটি মানুষের বিশেষকরে শিশুর অন্ধত, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যু ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

১.৬ শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০

ষাটের দশক হতে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট বরাদ্দের জন্য ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোন নীতিমালা ছিল না। প্লট বরাদ্দ পত্রের শর্তাবলী এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী এতদিন প্লট বরাদ্দ এবং এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। ফলে শিল্পনগরীসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত ছিল না। সেই প্রেক্ষিতে প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্লট বরাদ্দেররণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের ফলে বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দসহ যাবতীয় কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

১.৭ জাতীয় লবণ নীতি ২০১১

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চলে নভেম্বর হতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে সমুদ্রের পানি থেকে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবং লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। সরকারী উদ্যোগে ১৯৬১ সন থেকে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোন বিকল্প না থাকায় দেশের চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। দেশে বছরভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপণ এবং দেশের চাহিদা মোতাবেক লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কি কি প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিরূপণ ও উন্নত মানের লবণ উৎপাদনের কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে 'জাতীয় লবণ নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতির আলোকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উন্নত মানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে আমদানী হাস পেয়েছে এবং আয়োডিনের অভাবজনিত রোগব্যাধি ১৯৯৩ সালে ৬৮.৯০% এর স্থলে বর্তমানে ৩৩.৮০% এ নেমে এসেছে।

১.৮ 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩

উন্নয়নশীল দেশে দুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্লায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্রিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানের জন্য "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩" প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও হাইটেক মোট ছয় ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ১৮ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। শিল্প উদ্যোক্তা বিবেচনার ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার, আমদানি হ্রাস, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন,

স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার, কর্মসংস্থান, সামাজিক দায়িত্ব পালন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের অবদান বিবেচনা করা হবে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতে প্রণোদনা সৃষ্টি হবে, সৃজনশীলতা উৎসাহিত হবে এবং সার্বিকভাবে শিল্পের উন্নয়ন সূচিত হবে।

০২. জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতিঃ

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২৩৭১ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩১৭৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৩ সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্যঃ

দপ্তর/সংস্থার নাম		মোট			
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০২	૦હ	২১	২৭	৫৬
বিসিআইসি	১৭৬	২১৭	১৪৬	১৮৫	٩২8
বিএসএফআইসি	\>88	৩৮	200	২২৬	৬৫৮
বিসিক	50	80	20	0	৬৫
বিএসইসি	\$8\$	8\$	89	২৮৩	৫১৩
বিএসটিআই	०৫	৮০	৩৬	26	১৩৬
বিআইএম	oъ	0	০৫	20	২৩
ডিপিডিটি	১৬	0	১৮	0	৩ 8
বিটাক	૦હ	০২	8৮	৭৬	১৩২
বিএবি	০৯	0	०৫	о ъ	২২
এনপিও	05	0	08	٥٥	૦৬
বয়লার	05	0	٥٥	0	০২
মোট=	৬২০	8\\$	8৯৬	৮৩১	২৩৭১

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৩ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্যঃ

দপ্তর/সংস্থার নাম		নিয়োগের শ্রেণি				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি			
শিল্প মন্ত্রণালয়	٥٥	०৮	٥٥	50		
বিসিআইসি	১৬৭৬	৩৯	೨೨	১৭৪৮		
বিএসএফআইসি	৩৯৬	0	৩৮৯	ዓ ৮৫		
বিসিক	224	89	১৭	১৭৯		
বিএসইসি	৭৯	\$&	00	৯৯		
বিএসটিআই	৬৫	০৩	১৭	৮৫		
বিআইএম	০৬	0	১৬	২২		
ডিপিডিটি	0	০২	22	১৩		
বিটাক	১৩	೨೨	১৭৯	২২৫		
বিএবি	0	o	0	0		
এনপিও	0b	o	০১	০৯		
বয়লার	০২	0	0	০২		
মোট=	২৩৬১	\$89	৬৬৯	৩১৭৭		

০৩. মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বিগত ০৫ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ১০৩৫টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১০২৪০জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ৪৯১টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ৭৬৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩৮৬টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৬২৫ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ৫৪৫টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮৬২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৩ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যঃ

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রা	শক্ষন	সেমিনার/ওয়	সেমিনার/ওয়ার্কশপ		ওয়ার্কশপে
					সংখ্যা		অংশগ্ৰ	হণকারী
								চারীর সংখ্যা
	কর্মসূচির	অংশগ্রহণকারীর	কর্মসূচির	অংশগ্রহণ	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	কারীর				
				সংখ্যা				
শিল্প মন্ত্রণালয়	৮৩	২২৭৩	\$ \$8	598	২৬০	২৯৯	৩১০	8৮৮
বিসিআইসি	৩৫৪	১৭৫৬	85	99	১৩	0	8৮	0
বিএসএফআইসি	৭৬	৮৪৬	২৬	৩৮	09	0	৫২	0
বিসিক	৮8	৫০৩	১৭	৭৬	\$8	०৮	১৯	22
বিএসইসি	১২০	২২২	28	১৫	೨೦	0	৬২	0
বিএসটিআই	৫৬	১৪৬	১৫৫	২২৫	0	১৫৫	0	২২৫
বিআইএম	১৩	২২	0	0	09	0	১২	0
ডিপিডিটি	৩৬	১৩৩	৩৭	৩৭	০৯	0	৯০০	২০
বিটাক	১৮	೨೨	০৯	о Ъ	১৩	0	২০	0
বিএবি	৩৭	৮৮	55	২৫	২৮	২১	৮২	8\$
এনপিও	\$80	8২০০	ŷŷ.	٩২	90	৬২	১২০	৭৬
বয়লার	১৮	১৮	০১	০২	0	0	0	0
মোট=	১০৩৫	১০২৪০	8৯১	৭৬৯	৩৮৬	¢8¢	১৬২৫	৮৬২

০৪. সিআইপি (শিল্প)ঃ

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ন অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (প্রয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পদাধিকারবলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর নির্ধারিত ১৫ জন সদস্যকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটাগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সিআইপি (শিল্প) ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার

এ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে সিআইপি (শিল্প) হিসাবে ৭ ক্যাটাগরিতে মোট- ১৭০ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) ঘোষণাক্রমে সিআইপি (শিল্প) কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ৫ বছরে বাণিজ্যিক গুরুতপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) কার্ড হন্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যঃ

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন	বৃহৎ	মাঝারি	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
	পরিষদের সদস্য	শিল্প	শিল্প		শিল্প			
	(পদাধিকারবলে)							
২০০৯	٩	২২	৯	۵	-	-	-	৩৯
২০১০	50	১৮	৯	Ć	-	-	-	8\$
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	Ъ	১৩	৬	•	২	-	9	৩৫
২০১৩	22	২১	20	Ć	۵	۵	Ć	¢ 8
সর্বমোট	৩৬	98	૭ 8	\$8	00	০১	०৮	১ 90

০৫. আন্তর্জাতিক বিষয়ক কার্যক্রমঃ

৫.১ বিগত ০৫ বছরে ০৫টি দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ও ০২টি বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও একটি সমঝোতা স্মারক ও এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত অপর একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনসহ ০৪টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন/সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজ্ঞ্চাডের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

৫.২ দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তিঃ

বাংলাদেশের সাথে এখন পর্যন্ত মোট ৩০ (ত্রিশ) টি দেশের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত ০৫ (পাঁচ) টি চুক্তি বিগত ২০০৯-২০১৩ সময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছেঃ

- (ক) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই গত ০৯.০২.২০০৯ তারিখে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- (খ) ০৫.১১.২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- (গ) বাংলাদেশ সরকার ও সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি গত ১৭.০১.২০১১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।
- (ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১১-১৩ এপ্রিল ২০১২ সময়ে তুরস্ক সফর করেন। তাঁর সফরকালীন স্বাক্ষরিত ০৭টি চুক্তির মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে 'পারস্পরিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ চুক্তি' অন্যতম।

(৬) গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর সফরের সময়ে গত ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও পারস্পরিক সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেলারুশের সঞ্চোদ্বি-পাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের বিনিয়োগকারীদের অপর দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দু'দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়ঃ

- (ক) দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি;
- (খ) শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এর সুযোগ বৃদ্ধি;
- (গ) চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি;
- (ঘ) প্রযুক্তি হস্তান্তর এর সুযোগ বৃদ্ধি;
- (৬) স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৫.৩ বহপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তিঃ

সার্কভুক্ত ০৮ (আট) টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাধা দূর করার প্রয়াসে গত ১০-১১ নভেম্বর ২০১১ সময়ে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত ১৭শ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ০২ (দৃই) টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ঃ

- (i) Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment
- (ii) SAARC Agreement on Implementation of Regional Standard.

চুক্তি ০২ (দুই) টি স্বাক্ষরের ফলে সার্ক এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সার্ক সদস্যভুক্ত ০৮ (আট) টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে স্ব-স্ব দেশে আন্তর্জাতিক মান (International Standards) ও সাযুজ্য নিরূপণ (Conformity Assessment) ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যে কারিগরী বাধা (Technical Barrier

to Trade) অপসারিত হবে। অধিকতর বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনীতিতে আরো গতিশীলতা আসবে মর্মে আশা করা যায়।

৫.৪ অন্যান্য সহযোগিতামূলক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকঃ

- (ক) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে Belarusian State Centre for Accreditation ও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের সংস্থা ০২ (দুই) টির মধ্যে এই সহযোগিতামূলক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দু'দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের একটি অভিন্ন মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।
- (খ) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Agro-Industrial Manufacturing সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দু'দেশের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে উভয় দেশের শিল্প ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেলারুশ-এর প্রধানমন্ত্রীর দ্বি-পাক্ষিক সভা

পোঁ) Asia Pacific Trade Agreement এর আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে Investment Promotion & Protection Agreement among the APTA Participating States স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে 'আপটা' ভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, শ্রীলংকা, নেপাল ও ফিলিপাইন এর মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৫.৫ সেমিনার ঃ

জুন ২০১০ এ Seminar on "Application of Green Technology in SME Sector for Sustainable Industrial Development of Bangladesh" ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে এসএমই সেক্টরে গ্রীণ টেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই শিল্প উন্নয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫.৬ কর্মশালা ঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার কাজ সমাপ্ত করেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়নের

ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি ও কাঠামোগত উন্নয়ন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে একটি বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্চ ২০১২ এ ঢাকায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ বাংলাদেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর করার প্রয়াসে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় UNCTAD এর ০৪ (চার) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দু'দফায় বাংলাদেশ সফর করে। তারা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাসহ বাংলাদেশের বর্তমান বিনিয়োগ পরিবেশ পর্যালোচনা করে। এর আলোকে UNCTAD বাংলাদেশে বিনিয়োগের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নমুখী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের জন্য কার্যকরী সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

খে) মে ২০১২ এ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জেনেভাস্থ International Institute for Sustainable Development (IISD) এর যৌথ উদ্যোগে "Bilateral Investment Treaty Organizations & Dispute" শীর্ষক একটি কর্মশালা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে ২৮ জন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

৫.৭ সম্মেলনঃ

কে) জুলাই ২০১০ এ WIPO কর্তৃক আয়োজিত "Regional forum on Intellectual Property for the Policy Makers of the Least Developed Countires of Asia and the Pacific Region" শীর্ষক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মেধাস্থত বিষয়ক (Patent, Design, Trademarks and Copyright) চৌদ্দটি থিমের উপর আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৪টি দেশের মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও উর্জতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। WIPO মনোনীত বিশেষজ্ঞগণও সম্মেলনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(খ) ডি-৮ ভুক্ত দেশের 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এবং 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation:



ডি-৮ সম্মেলনে মন্ত্রী পর্যায়ের পর্বটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ০৮-১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় 7^{th} Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। Developing-8 অর্থাৎ উন্নয়নশীল-৮ বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্কের উন্নয়ন সহযোগিতামূলক একটি সংস্থা যা বহলভাবে D-8 (ডি-৮) নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ডি-৮ এর প্রভাব এবং সদস্যদেশসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সংস্থাটির মূল লক্ষ্যসমূহ হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিল্লায়নে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন ও বহুমুখী সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে অবস্থান উন্নয়ন করা।

বিগত ০৮-০৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এর আওতায় ১২টি বিষয় ভিত্তিক সভা ছাড়াও Senior Officials Meeting অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মন্ত্রীপর্যায়ের পর্বটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। Ministerial Meeting -এ Dhaka Declaration অনুমোদিত হয় এবং এর মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ শিল্প সেক্টরে অদূর ভবিষ্যতে প্রভৃত সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।



ডি-৮ সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ বঙ্গাভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্পুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

০৬. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (Ship Recycling Industry)t

সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পিকিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011 প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে উক্ত

বিধিমালার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি যেমন-পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানীতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, পরিদর্শন অনুমতি এবং সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (Cutting) অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। জাহাজ তৈরি, ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সীতাকুন্ড উপজেলার ০৭টি মৌজা নিয়ে শিপ ব্রেকিং ও শিপ রিসাইক্রিং জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৪' প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত আইনটি কার্যকর হওয়ার পর 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে সম্পুক্ত প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের লৌহ ও লৌহজাত সামগ্রীর (বিশেষত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত লোহা) সিংহভাগ কাঁচামাল এ শিল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া এ শিল্পে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণাল রহাত সর্বমোট ৪৭৭টি জাহাজের অনুকূলে আমদানির জন্য অনাপত্তি সন্দ এবং ৪২৭ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়। বিভাজন অনুমতি প্রায়্ব ও লাহাজসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন ক্রাবদ সর্বমোট প্রায় ৫২ লক্ষ মেঃ টন লোহা পাওয়া যায়। বর্ণিত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন ক্রাবদ সর্বমোট প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

০৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ও শিল্প বার্তা প্রকাশঃ

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক ও সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসহ চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ''শিল্প বার্তা'' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করা হচ্ছে।

০৮. গত পাঁচ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

সংস্থার নাম	ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
	٥	ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডি.এ.পি) (০১/০৭/২০০০-৩০/০৬/২০০৯)	৫৪৩৬৭	দেশের ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট সারের চাহিদা পূরণ
বসিআইসি	×	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (ইউএফএফএল) (০১/০৭/২০০৭-৩০/০৬/২০১০)	৯৭০১	কারখানার পুরাতন ও জীর্ণ ইকুইপমেন্ট /মেশিনারিজ /যন্ত্রপাতির পরিবর্তন/প্রতিস্থাপন/মেরামতের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো ১০ (দশ) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা।
<u>কি</u>	9	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ (জেএফসিএল) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/২০১০)	১ ৯৮৮৫	পুরাতন যন্ত্রপাতি/ভেসেল/পাইপ লাইনসমূহ মেরামত/ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া আগামী ১০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখা।
	8	আশুগঞ্জ ফাটিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ	৪৮১৩৩	☐ বিদ্যমান পুরাতন যন্ত্রপাতি/ভেসেল/পাইপ লাইনসমূহ মেরামত/প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন

সংস্থার নাম	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
		(05/09/2006-90/06/2052)		প্রক্রিয়া আগামী ১০ বছরের জন্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা। □ পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও লিকেজ মেরামতের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী গ্যাসীয় এবং তরল পদার্থে নির্গমন রোধের মাধ্যমে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
	¢	পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ (০১/০১/২০০৮৩০/০৬/২০১২)	৫৫৩৩	কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (বাৎসরিক ৫৬,০০০ মে.টন অ্যামোনিয়া এবং ৯৫,০০০ মে.টন ইউরিয়া) পুনরুদ্ধার, পুরাতন যন্ত্রপাতি/মেশিনারি ইত্যাদি প্রতিস্থাপন/মেরামতপূর্বক উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো ৫ বছর অব্যাহত রাখা এবং গ্যাসীয় ও তরল বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমানো ও দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
	৬	ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (এনজিএফএফএল) (০১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০১২)	9055	কারখানার পুরাতন ও জীর্ণ ইকুইপমেন্ট / মেশিনারিজ /যন্ত্রপাতির পরিবর্তন/প্রতিস্থাপন/ মেরামতের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা।
বিটাক	٩	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বগুড়া (১/৭/০৫- ৩০/০৬/২০১০)	১৫৯৫	উত্তরাঞ্চলে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বগুড়াতে বিটাক কমপ্লেক্স স্থাপন।
	৮	রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পাক স্থাপন (০১/০৭/২০০৬- ৩০/০৬/২০১০)	৫৮ ২২	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল এলাকা এবং চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স-এর অব্যবহৃত জায়গায় শিল্প পার্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ন্ত দু'টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন
\$	৯	খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ শিল্পের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) (০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০১০)	৩৮৯	চট্টগ্রাম অঞ্চলের লবণ শিল্পে ব্যবহৃত কৃৎ কৌশল সাতক্ষীরা খুলনা অঞ্চলে প্রচলনের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।
বিসিক	50	বেনারশি পল্লি উন্নয়ন, রংপুর (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩)	১৩৬.৩২	আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুর জেলায় গঞ্চাচর উপজেলায় তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লির উন্নয়ন।
	22	বিসিকের পুরাতন ২টি শিল্প নগরীর (হোসিয়ারী, নারায়নগঞ্জ ও কালুরঘাট চট্টগ্রাম) মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১১)	৯৭৫	বিসিকের পুরাতন ২টি শিল্প নগরীর (হোসিয়ারি, নারায়নগঞ্জ ও কালুরঘাট চট্টগ্রাম) মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন।
	১২	সাতটি চিনিকলের পুরাতন সেন্দ্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১১)	১২৩৮	পঞ্চগড়, সেতাবগঞ্জ, শ্যামপুর, জয়পুরহাট, কেরু এন্ড কোম্পানি, মোবারকগঞ্জ এবং জিলবাংলা এই ৭ (সাত)টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নির্মাণকালীন উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা।
বিএসএফ আইসি	১৩	এপ্টাবলিশমেন্ট অব এন অরগানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফরম প্রেস- মাড এ্যাট কেরুস সুগার মিল (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩)	<u> </u>	চিনিকলের By-products (Press-mud & Spent Wash) থেকে বছরে ৯ হাজার মে:টন জৈব সার উৎপাদন করা।
বিএস	\$8	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিল লিঃ (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩)	২৫৮৩.৭৪	 ফরিদপুর চিনিকলের অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, আধুনিকায়ন ও সুষমকরণের মাধ্যমে কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি; বার্ষিক ২৬৭৩ মে:টন চিনি উৎপাদন বজায় রাখা।
	26	ফটিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ (১/১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)	২ 8২২. <i>০</i> ০	ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ মিশ্রণের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের ভিটামিন-এর ঘাটতি দূরীকরণ।

সংস্থার নাম	ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
ଶିଶାହାଥ	১৬	ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস প্রজেক্ট (০১/০৭/২০০৭-৩০/০৬/২০১১)	১২৬৯	মেধা সম্পদ অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ স্থাপন।
বিএসটিআই	39	মার্কেট একসেস এন্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি'স থু স্ট্রেংদেনিং ইনস্টিটিউশন্যাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিস রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্স, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি (এসএসটিকিউ) (০১/০৪/২০০৮- ৩০/০৬/২০১১)	৫৩৬.৫০	বিএসটিআই'র Product Certification Scheme এবং টেক্সটাইল লেবরেটরি শক্তিশালী করা। Quality Management বিষয়ে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতা তৈরি করা।
	সিলেট ও বরিশাল বিএসটিআই-এর আ স্থাপন, আধুনিকীকর	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই-এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন (০১/০৭/২০০৫-৩০/০৬/২০১২)	১৮৭৩,১৩	 নিজস্ব জমিতে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে আঞ্চলিক অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ। টেন্টিং এন্ড মেট্রোলজি লেবরেটরির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে আঞ্চলিক অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধি।

০৯. শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তর সমূহঃ

সংস্থা

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

দপ্তর

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
- বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
- বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দপ্তর ও সংস্থা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম:

১০. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

১০.১ নতুন কারখানা স্থাপনঃ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)ঃ

চীন সরকারের Concessional Loan 1.60 billion RMB Yuan এর সমপরিমাণ 235 million US\$, চীনা এক্সিম ব্যাংকের Preferential Buyer's Credit 325 million US\$ এবং GOB ১৫১.৪২ কোটির সমপরিমাণ 20.19 million US\$ সর্বমোট 580.19 million US\$ Lump Sum Turn Key (LSTK) মূল্যসহ মোট ৫৪০৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃটন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্পন্ন (এ্যামোনিয়া দৈনিক ১০০০ মেঃটন এবং গ্রানুলার ইউরিয়া সার দৈনিক ১৭৬০ মেঃটন) শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)'র ডিপিপি গত ০১-১২-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর অন্যান্য সরকারি আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনপূর্বক গত ১১-১২-২০১১ তারিখে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার M/S. COMPLANT এর সাথে বিসিআইসি'র

বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং গত ২১-০১-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্প ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

চুক্তির শর্তানুসারে General Contractor (Complant) প্রকল্পটি চুক্তি কার্যকরের তারিখ ১৬-০৪-২০১২ থেকে ৩৮ মাসের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/ইকুইপম্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.১৮% এবং ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ২৫৯৩৪০.১১ লক্ষ টাকা (আর্থিক ৫৭.২৫%)। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষি খাতে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সার আমদানি হাস হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। নতুন শিল্লায়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াসহ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।



শাহজালাল সার কারখানা চুক্তি স্বাক্ষর

১০.২ পে-অফকৃত বন্ধ কারখানা চালুকরণঃ

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লি:

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডান্ত্রীজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রনাধীন চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) গত ২০০২ইং সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার ভিত্তিতে কারখানাটি পুনঃচালুকরণের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪-০২-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমোট ১১৪৮৮.০০ লক্ষ টাকায় চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ পুনঃ চালুকরণের জন্য M/S. Wuhan Anyang Science and Technology Co. Ltd., China এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। গত ০৪-১০-২০১৩ ইং তারিখে চুক্তিটি কার্যকর হয়। সাধারণ ঠিকাদারের সাথে গত ২১-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কিক অফ মিটিং (প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে সভা) হয়। কিক অফ মিটিং এর সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী বাস্তবায়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ২০% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। কারখানাটি পুনঃচালুর বাস্তবায়নের কাজ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে সমাপ্ত হবে এবং জানুয়ারি, ২০১৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার আশা করা যাছে। প্রকল্পিট বাস্তবায়িত হলে তরল/ফ্রেক্স কন্টিক সোডা দৈনিক ২০ মেঃ টন, লিকুইড ক্লোরিন দৈনিক ১৩.৫ মেঃ টন, হাইড্রো ক্লোরিক এসিড দৈনিক ৩০ মেঃ টন, ষ্টেবল ব্লিচিং পাউডার দৈনিক ১৫ মেঃ টন উৎপাদিত হবে। এ হিসেবে কারখানাটির মূল পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা হবে ৬,৬০০ মেঃ টন কষ্টিক সোডা। পূর্ণমাত্রায় বাণিজ্যিক উৎপাদনে গেলে কারখানাটির বার্ষিক প্রায় ১০ (দশ) কোটি টাকা লাভ হবে এবং ট্যাক্স-ভ্যাটের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে।



চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ

১০.৩ পুরাতন চালু কারখানাগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ

(ক) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ (জেএফসিএল) এর ''মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা'' প্রকল্প।



যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ (জেএফসিএল)

বার্ষিক ৫.৬১ লক্ষ মে:টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লি: ১৯৯১ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় জুলাই ১৯৯২ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হাস ও ব্রেক ডাউন হাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ১৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকার অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন কাজ গত জুন ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে ১৭০০ মে:টন সার কম উৎপাদন হয়, ফলে কারখানার ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় এবং ঐ পরিমাণ সার বিদেশ হতে আমদানি করতে প্রায় ৫৯৫.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যমুনা সারকারখানা পরিদর্শন

(খ) আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ (এএফসিসিএল) এর ''মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা'' প্রকল্প।



আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ (এএফসিসিএল)

বার্ষিক ৫.২৮ লক্ষ মে:টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কো: লি: ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় জুলাই ১৯৮৩ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হাস ও ব্রেক ডাউন হাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ৪৮১৩৩.০০ লক্ষ টাকার অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন কাজ গত জুন ২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে ২২৪.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৬০০ মে:টন সার কম উৎপাদন হয়-যা বিদেশ হতে আমদানি করতে প্রায় ৫৬০.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সার আমদানি বাবদ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হছে।

(গ) পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ এর ''মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার'' প্রকল্প।



পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ

বার্ষিক ৯৫,০০০ মে:টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দৃষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে উক্ত সারকারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দৃষণ হাস ও ব্রেক ডাউন হাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ৫৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানাটির পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এই পুনর্বাসন কাজ জানুয়ারি ২০০৮ শুরু হয় এবং জুন ২০১২ তে সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে ৪২.৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০৫ মে:টন সার কম উৎপাদন হয়। ঐ পরিমাণ সার বিদেশ হতে আমদানি করতে প্রায় ১০৬.৭৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের সারের চাহিদা মিটাতে ভূমিকা রাখছে ও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

্ঘে) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ (ইউএফএফএল) এর ''মেরামতের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা'' প্রকল্প।



ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ (ইউএফএফএল)

বার্ষিক ৪.৭০ লক্ষ মে:টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৭২ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হাস ও ব্রেক ডাউন হাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ৯৭০১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানাটির পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এই পুনর্বাসন কাজ জানুয়ারি ২০০৮ শুরু হয় এবং জুন ২০০৯ এ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে কারখানার

১৯৯.০৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদেশ হতে উল্লেখিত পরিমাণ সার আমদানি না করার কারণে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

(৬) ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (এনজিএফএফএল) এর ২য় পর্যায়ের পুনঃবাসন প্রকল্প।



ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (এনজিএফএফএল)

বার্ষিক ৯০,০০০ মে:টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬১ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ৭০১১.০০ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে কারখানাটির পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় ও প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন শেষে জুন ২০১২ এ কারখানাটি পূর্ন-উৎপাদন ক্ষমতায় চালু হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের সারের চাহিদা মিটাতে ভূমিকা রাখছে ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

১১. বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

১১.১ জাপানি হোন্ডা এবং বিএসইসি'র যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি গঠনঃ

হোন্ডা মোটর কোম্পানি, জাপানের সাথে বিএসইসি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিঃ নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে মোটর সাইকেল সংযোজন ও বাজারজাতকরণের কাজ চলছে। এর ফলে মানসম্পন্ন মোটর সাইকেল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও সচেষ্ট হবে।



এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এ সংযোজিত মোটর সাইকেল

১১.২ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এ নতুন পাজেরো স্পোর্ট CR-45 মডেলের জীপ সংযোজনঃ

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এ উন্নতমানের আধুনিক পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) মডেলের জীপ মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন, জাপানের সহযোগিতায় সংযোজনের কাজ শুরু হয়েছে। পরীক্ষামূলক ও পাইলট প্রজেক্টে সংযোজনের পর বর্তমানে এটি বাণিজ্যিকভাবে সংযোজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৩০টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ৫৩৮টি জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।



প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর সংযোজিত পাজেরো CR-45

১১.৩ প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এ সেডান কার সংযোজনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে সেডান কার তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সংযোজনের নিমিত্ত মিংসুবিসি মোটরস করপোরেশনের সাথে ৯-০২-২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিংসুবিসি মোটরস করপোরেশন বাংলাদেশের উপযোগী ও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি মডেল ও এর মূল্য নির্ধারণের কাজ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি খাতে অপর কোন পূর্ণাঞ্চা গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে একমাত্র গাড়ি সংযোজনকারী রাষ্ট্রায়াত্ব করাখানা হিসাবে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ বাংলাদেশের পরিবহন খাতে বাস, মিনি বাস,

ট্রাক, মিনি ট্রাক, কার ও ট্রাক্টর সংযোজন ও বাজারজাত করে সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে এককভাবে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ কর্তৃক সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর ভিত্তিতে পৃথক সুবিধাদি নির্মাণ/স্থাপন এবং একই সঞ্চো সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামতের জন্য বিদ্যমান সুবিধাদি সংস্কার/নবায়ন ও সুষমকরণ (BMRE) প্রস্তাবের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রাক্লন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরি করার লক্ষ্যে একক উৎস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Center) এর সাথে গত ২৫.০৮.২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে IIFC এর দেশী/বিদেশী প্রতিনিধি দল চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যক্রম শুরু করেছে। IIFC গত ১৯.০৪.২০১২ তারিখে Feasibility Study Report সিডিডিএল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছে। IIFC কর্তৃক প্রণীত চূড়ান্ত Feasibility Study Report এর উপর ০৩-১২-২০১২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



চিটাগাং ডাইডক লিঃ কর্তৃক সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত

১১.৫ ইম্টার্ন টিউবস লিঃ এর কারখানায় পুর্ণাষ্ণা এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) ও টি-৮ টিউব লাইট উৎপাদনঃ

জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৪র্-৪০ ওয়াট (টি-১০/৩২মি.মি) এর পাশাপাশি মেশিনারীজ মোডিফিকেশন এর মাধ্যমে নতুনভাবে 4[©]36 ওয়াট (টি-৯/২৮মি.মি) ৭৬,৭৫৮ পিস টিউবলাইট উৎপাদন করা হয় এবং ৬৯,০৭০ পিস 4[©]36 ওয়াট টিউবলাইট বিক্রি করা হয়। এতে আনুমানিক ৮.০০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় যার মূল্য প্রায় ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ইন্টার্ণ টিউবস লিমিটেডে নতুন ভাবে সিএফএল সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। উক্ত প্ল্যান্ট হতে ৪৬,২৯৮ পিস সিএফএল এনার্জি সেভিং বাল্ব তৈরি করা হয় এবং ৩৪,০০০ পিস সিএফএল বাল্ব বিক্রয় করা হয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারের ফলে ৭৯,৪২,৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় যার আনুমানিক মূল্য ৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণবৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হয়।



ইস্টার্ন টিউবস লিঃ এ টিউব সিলিং অপারেশন

১২. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

সরকারের সামষ্টিক উদ্দেশ্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসএফআইসি বর্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিগত ৫ বছরে ৩৯০৭.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত করেছেঃ

১২.১ ইস্টাবলিস্টমেন্ট অব অ্যান অর্গানিক বায়োফার্টিলাইজার প্লান্ট ফ্রম প্রেসমাড এ্যাট কেরুজ সুগার মিলস্ঃ

প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে ৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটিতে চিনিকলের উপজাত প্রেসমাড এবং কেরুজ ডিস্টিলারির বর্জ্য স্পেন্টওয়াশ ব্যবহার করে বার্ষিক ৯,০০০ মে.টন পরিবেশবান্ধব বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদিত হবে। এতে জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমবে। অন্যদিকে বায়োফার্টিলাইজার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

১২.২ বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লিঃ

প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে ২৪৭৬.৭৫ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর চিনিকলে একটি বয়লার ও একটি শ্রেডার সংযোজিত হওয়ায় চিনিকলটির স্থাপিত আখ মাড়াই ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ও কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রসেস লস হ্রাসে সহায়ক হয়েছে।

১২.৩ সাতটি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন প্রতিস্থাপন ঃ

প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে ৭১১.৭০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সাতটি চিনিকলে নয়টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে চিনির গুণগতমান উন্নত হয়েছে।

১২.৪ আখচাষিদের প্রণোদনা প্রদান ঃ

(ক) চাষিদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক টিএসপি ও এমওপি সারে ভর্তুকি দিয়ে টনপ্রতি মূল্য যথাক্রমে ৩৮০০০/- ও ২৫০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ২০০০০/- ও ১৩০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। সারের মূল্য অত্যধিক বেশী হওয়ায় চাষিরা সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আখের মূল্য অনেক কম থাকায় সারের মূল্য অত্যাধিক বেশী হওয়ায় আখ চাষ অনেক কমে যেতে থাকে। এ অবস্থায় সারের মূল্য কমানোয় চাষিরা স্বাভাবিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি আখ আবাদও বৃদ্ধি পায়।

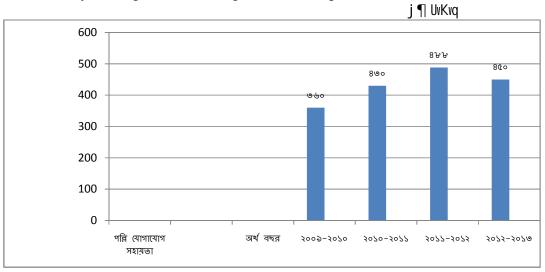


প্রর্দশনী আখ ক্ষেত

(খ) আখের মূল্য টন প্রতি ১৭৬৮.৩০ টাকা থাকা অবস্থায় আখচাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য উক্ত সময়ে অনেক বেড়ে যায়। একই সময়ে অন্যান্য প্রতিযোগী ফসলের দামও অনেক বেড়ে যাওয়ায় আখ আবাদ স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় বাস্তবতার আলোকে আখ চাষ চাষিদের নিকট ন্যূনতম লাভজনক হিসেবে পরিগণিত করার জন্য আখের মূল্য টন প্রতি ১৭৬৮.৩০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৫০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ফলশুতিতে আখচাষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

(গ) বিএসএফআইসি গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিলজোন এলাকায় পল্লিসড়ক, ছোটখাট ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিল কর্তৃপক্ষের সংভাব ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, চাষিদের আখ পরিবহনে সুবিধাসহ জ্বালানী খরচ সাশ্রয় হয় এবং আখের আবাদ বৃদ্ধি পায়।

AvLPwl‡`i myeav‡_@wj-moK, weR, Kvj fvU@BZ"wi` vbgvP:

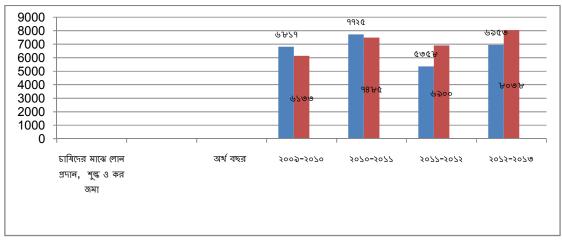


(ঘ) আখের ফলন বৃদ্ধি তথা জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাথী ফসল আবাদ করার জন্য সরকার থেকে রোপা আখ চাষের জন্য বিএসএফআইসির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৬৪৯.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করার ফলে আখের আবাদ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একরপ্রতি আখের ফলন ও গুণগতমানসম্পন্ন আখ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

(৩) আখ উৎপাদনের জন্য আখ চাষিদের মাঝে কৃষি উপকরণ ঋণ বাবদ ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২৬৮৫৩ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। করপোরেশনের ১৫টি চিনিকলের মাধ্যমে এর ফলে আখ তথা সাথীফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে মিলগুলি সচল আছে। উল্লেখ্য,আখ চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় চাষিদের ঋণ সহায়তা না দিলে আখের আবাদ টিকিয়ে রাখতে হয়। উল্লেখিত সময়ে বিএসএফআইসি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে শুল্ক ও কর হিসাবে ২৮৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেছে।

AvL Drcv`tbi Rb" Pwlt`i gutS FY cÖvb I ivónq tKvlvMuti i'é I Ki Rgv:

j¶ UvKvq



■ FY cÖvb ■ ïél Ki Rgv

১২.৫ সরকার পরিচালিত চিনিকলগুলোতে ই-পুর্জি এবং ই-গেজেটের মাধ্যমে আখ ক্রয় ব্যবস্থাপনা ঃ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাভুক্ত ১৫টি চিনিকলে আখচাষিগণ তাদের উৎপাদিত আখ মিলে সরবরাহ করে থাকে। মিল থেকে ইস্যুক্ত বিশেষ অনুমতি পত্রের (পুর্জি) মাধ্যমে চাষিদের নিকট থেকে এসব আখক্রয় করা হয়ে থাকে। প্রতি পুর্জিতে ১২০০ কেজি আখ সরবরাহ করা যায়। ইস্যুক্ত এসব পুর্জি আখচাষিদের নিকট পুর্জি বিতরণকারীর (মিলের কর্মচারী) মাধ্যমে পৌছানো হতো। এই পদ্ধতিতে চাষিদের নিকট পুর্জি পৌছাতে বিলম্ব হয়। চাষিকে না পেলে তার নিকট সরাসরি পুর্জি পৌছানো সম্ভব হয় না। পুর্জিতে আখ সরবরাহের মেয়াদ থাকে মাত্র তিন দিন। ফলে সময়মত পুর্জি না পেলে চাষিগণ নির্ধারিত তারিখে মিলে আখ সরবরাহ করতে পারে না। এজন্য চাষিগণ আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়রানির শিকার হয়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই (Access to Information) প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১০-১১ মাড়াই মৌসুমে মোবাইলের মাধ্যমে এসএমএস পদ্ধতিতে চাষিদের পুর্জি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ২০১১-১২ মাড়াই মৌসুম হতে সকল মিলের sms কৃত পুর্জি অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে। ফলে চাষিগণ ইছ্ছা করলে পুর্জি যে কোন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (UISC) অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে www.epurjee.info

ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। ই-পুর্জির পাইলট উদ্যোগিট সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য "ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১০"(Digital Innovation Fair) এ ই-সেবা ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। ই-উদ্যোগ ও জীবিকা ক্যাটাগরিতে ই-পুর্জি প্রথম জাতীয় "ই-কনটেন্ট ও উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি পুরস্কার-২০১০" লাভ করেছে।

১৩. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

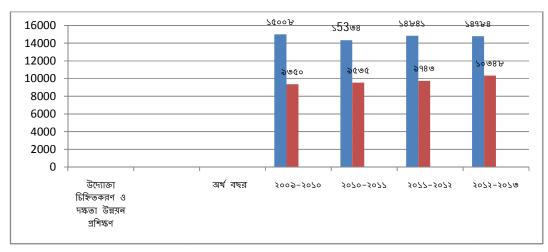
১৩.১ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

(ক) বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। শিল্পোদ্যাক্তা চিহ্নিতকরণের পর উদ্যোক্তাকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য শিল্প স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া চিহ্নিত উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা বাছাই করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্যুক ধারণা লাভের জন্য ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিগত ৫ বছরে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতে মোট ৫৯,৯৬৭ জন উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ৪৬,৬৩৬ জনকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনন্টিটিউট ও ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের (জেলা অফিস) মাধ্যমে ও ৩৮,০৩৯ জন উদ্যোক্তাকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়স্থ নকশা কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ) ৮,৫৯৭ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।



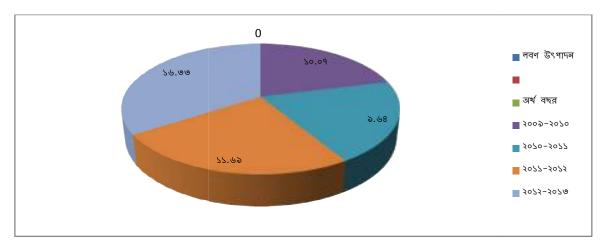
বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির **শিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন** প্রশিক্ষণ

¶ì, Khuli I guSwi ukí LutZ D‡`"u3v uPnýZ Kiv I `¶Zv Dboeb cük¶Y:



- D‡`"v3v wPwýZ `¶Zv Dbqb cilk¶Y
- (খ) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়নে ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিসিক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মৌচাষের উপর ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৪০ জনকে মৌচাষে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ,২৪০ জন মৌয়ালকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ১২০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ২ টি মধু মেলা আয়োজন, ২ টি সেমিনার আয়োজন এবং ২০ টি মৌ-খামার পরিচালনা করা হয়েছে।
- (গ) লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে লবণ মৌসুম ঘোষণা, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ প্রদান, আবহাওয়াগত তথ্য সরবরাহ, মাঠ নমুনা জরীপের মাধ্যমে লবণ মাঠের পরিমাণ ও চাষী সংখ্যা নিরূপণ, উৎপাদন মূল্য হাসের পরামর্শ ইত্যাদি সেবা-সহায়তা প্রদান করে দেশে মোট ৫৪.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আয়োডিনের অভাবজনিত সার্বিক সমস্যা ১৯৯৩ সালে ছিল ৬৮.৯০%, বর্তমানে যা ৩৩.৮০% এ নেমে এসেছে। গলগন্ড রোগ ১৯৯৩ সালে ছিল ৪৭.১০%, বর্তমানে যা ৬.১০% এ নেমে এসেছে। দৃশ্যমান গলগন্ড রোগ ১৯৯৩ সালে ছিল ৮.৮০%, বর্তমানে যা ১.৬০% এ নেমে এসেছে। তাছাড়া, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভোজ্যলবণের ৫৮ শতাংশ পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণের মাধ্যমে দেশের ৮২ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্যলবণের ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে।

j eY Drcv`b: j \P tg: Ub



ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কারখানা স্থাপনে উদ্যোক্তার নিজস্ব ইকুইটি, ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ও বিসিক প্রদত্ত ঋণ মোট ৭,৮৮৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৮৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান:

ক্ৰ:	বিষয়		মোট			
		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	
٥.	শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	২,৭৯১	২,৩৯২	5,050	১,৬৯০	9,৮৮৩
٧.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জনে)	৮৭,৩২৭	৬২,৪৫৪	৬০,৮৬৯	৫৭,১৩৭	২,৬৭,৭৮৭

- (৩) ৫৭০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৮৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্তলিত ব্যয়ে ৪০০ একর জমিতে বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (অগ্রগতির হার -২১%)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮০১টি শিল্প প্লটে ৫৭০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- (চ) রংপুরের সতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়নে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৩ জন কারুশিল্প মালিককে মোট ৮৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। রংপুরের বেনারসি পল্লির উন্নয়নে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩টি ট্রেডে ৮৬০ জন তাঁতিকে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫ জন তাঁতিকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভৈরবে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন করা হছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫১টি শিল্পপ্রটে ২৫১টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।
- (ছ) গোপালগঞ্জে ৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে (অগ্রগতির হার ৭০%)। ৫০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫০টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- (জ) ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুসঞ্চিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে ৩৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ্ম টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্স (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হচ্ছে (অগ্রগতির হার-৩৩%)। এটি দেশে এ ধরণের প্রথম বিশেষায়িত শিল্প পার্ক। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ

চলছে। উক্ত শিল্প পার্কে ৪২টি প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২ টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঁচামালের চাহিদা ৬০ ভাগ পূরণ এবং ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।



বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত ঔষধ শিল্প-কারখানা

(ঝ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করেছে।



বিসিক ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যেগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪২০



বৈশাখী মেলা ১৪১৯-এর স্টল পরিদর্শন ও পণ্যসামগ্রী ক্রয় করছেন বিদেশি ক্রেতা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় বিসিক কর্তৃক সম্পাদিত বিগত ৫ বছরে অগ্রগতির প্রতিবেদন : (লক্ষ টাকায়)

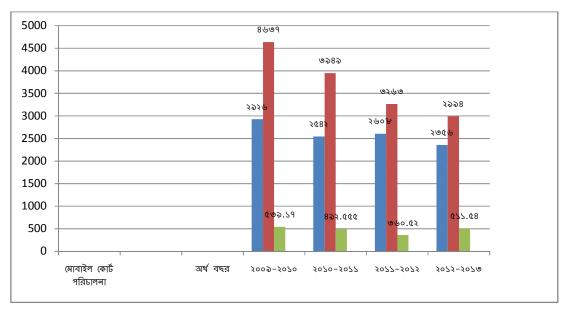
২০০৯-২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ক্র% কর্মকান্ডের নাম ২০১০ অর্থবছর অর্থবছর প্রকল্প সংখ্যা ৬টি ১২টি ১১টি ১৩টি ٥٥. এডিপি বরাদ্দ ০২. ৫৯১০.০০ 8०১১.०३ \$6\$08.00 **98**৯১.৯৮ অবমুক্ত অর্থ 00. **6306.86** ৩৯৮৮.০২ ১৭১৬৫.২৫ ৬৪৭৯.২৪ মোট ব্যয় 08. ৫৩২০.০৭ ৩৭৫৭.২৫ **১**8৮১৮.8৬ ৬৩০৫.৮৩ অগ্রগতির শতকরা হার OC. ৯০% ৯৪% ৯৭% ₽8%

১৪. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

১৪.১ পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম :

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে এবং " ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২" এবং " ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১" এর অধীনে মেট্রোলজি কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ১০৪৩২টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ২৪৮১টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা করা হয়। বিএসটিআই এ সকল অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

‡gvevBj †KvU°cwiPvjbvi KvhPug t



■ ‡gvevBj †KvU® ■ gvgj v `v‡qi ■ Rwi gvbv (j ¶ UvKvq)



বিএসটিআইয়ের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত সার্ভিলেক টীম পরিচালনার কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	কাৰ্যক্ৰম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	মোট
নং						
21	সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০	৯১৮	২৪৮১
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	૭ 89	২৬৪	২০৭	৩৯৬	5458
91	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	৩১	নিষ্পত্তি হয়নি	নিষ্পত্তি হয়নি	08	৩৫
81	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১৬.১৩৫	নিষ্পত্তি হয়নি	নিষ্পত্তি হয়নি	১.৯৮	১৮.১১৫

১৪.২ জেলা পর্যায়ে শাখা অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ঃ

জনস্বার্থে বিএসটিআই এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৮৭৩ .০০ (আঠারশত তেয়ান্তর) লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ফুড, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংও মেট্রোলজি লেবরেটরি প্রতিষ্ঠাসহ পূর্ণাঞ্চা আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১৮২.০০ (পাঁচ হাজার একশত বিরাশি) লক্ষ্ম টাকা প্রাক্বলিত ব্যয়ে ''বিএসটিআই'র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম-লেবরেটরি (রসায়ন ও মেট্রোলজি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মধ্যে ফরিদপুর জেলায় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে অফিস কাম লেবরেটরি স্থাপনের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১৪.৩ বিএসটিআইয়ের পণ্য পরীক্ষণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেবরেটরিসমূহের এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমঃ

বিএসটিআইয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (Accreditation) লাভ করলে সংস্থার লেবরেটরিসমূহের পরীক্ষণ ফলাফল অন্যান্য দেশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং তা রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানের লেবরেটরিসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ল্যাবসমূহে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের সর্বাত্নক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বিএসটিআই'র ফুড, মাইক্রোবায়োলজি, সিমেন্ট ও টেক্সটাইল লেবরেটরি গত মার্চ ২০১১ মাসে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে এ্যাক্রেডিটেশন লাভ করেছে। বর্তমানে বিএসটিআইয়ের অবশিষ্ট ল্যাবগুলোর এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিএসটিআই'র চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল লেবরেটরি পর্যায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

১৪.৪ বিএসটিআই'র Product Certification System কে এ্যাক্রেডিটেড করাঃ

বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন সিস্টেম বর্তমানে এ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআইয়ের Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনি ও ফুট ড়িংকস এবং ২য় পর্যায়ে আরও ০৬টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্রেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অয়েলের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে Accreditation পাওয়া গেছে।

১৪.৫ বিএসটিআইতে National Metrology Laboratory (NML) স্থাপন এবং ল্যাবগুলিকে এ্যাক্রেডিটেড করাঃ

UNIDO এর কারিগরী সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৬-০৬-২০১০ তারিখে উক্ত লেবরেটরিটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং UNIDO এর মহা-পরিচালক Dr. Kandeh K. Yumkella। ন্যাশনাল মেট্রোলজী লেবরেটরি তে - (i) Mass (ii) Length &

Dimension, (iii) Temperature, (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement Laboratory, (vi) Force Pressure নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং লেবরেটরিসমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে। Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআইয়ের National Metrology Laboratory (NML) এর ৬টি লেবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেড করার লক্ষ্যে Assessment ও Re-assessment সম্পন্ন করে গত ২৬.১১.২০১৩ তারিখ উক্ত ০৬টি ল্যাবের Accreditation Certificate প্রদান করে।



National Metrology Laboratory উদ্বোধন

১৪.৬ বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) কার্যক্রমঃ

বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) চালু করা হয়েছে এবং উক্ত Management System Certification (MSC) কে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রেডিটেশন কর্তৃক ৫ বছরের জন্য এ্যাক্রেডিটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই তে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলো বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সিস্টেম সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত ২১টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৭ বিএসটিআইয়ের বিশ্ব মান দিবস উদযাপন ও মান প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরেরর ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশেও বিশ্ব মান দিবস উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে বিশ্ব মান দিবস উদযাপন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।



বিশ্ব মান দিবস-২০১২ উদ্যাপন

আন্তর্জাতিক মান সংস্থাগুলোর নির্ধারিত মানসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রযুক্তি, কারিগরি জ্ঞান এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিএসটিআইয়ের মান উইং কৃষি ও খাদ্য, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন এবং পুর ও যন্ত্রকৌশল এ পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করে আসছে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানও বাংলাদেশ মান হিসেবে এডপ্ট করা হয়েছে। ৬টি বিভাগীয় কমিটি এবং তাদের অধীনে ৭১টি শাখা কমিটি/কারিগরি কমিটি জাতীয় মান প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিএসটিআই কর্তৃক মোট ১৩৪৮ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত ৫টি অর্থ বছরে মান উইং কর্তৃক সম্পাদিত মান প্রণয়ন কার্যক্রম ঃ

বিভাগের নাম	প্রণীত মানের সংখ্যা							
	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	মোট			
কৃষি ও খাদ্য, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র,	88৯	৩৬৪	২৮৩	২৫২	2081			
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স এবং	00.7		ζ, σ	(0)				
প্রকৌশল								

১৪.৮ Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপনঃ

মানসম্মত CFL ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ সাগ্রয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Incandecent bulb ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে এবং Energy Efficient পণ্য সামগ্রী পরীক্ষার সুযোগ ও পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। বর্তমানে Incandecent bulb এর সিএম লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করা হয়েছে।

১৪.৯ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআইকে সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমঃ

Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এবং জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে ৪ তলা অফিস-কাম-ল্যাব ভবন নির্মাণ একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া CNG Mass Verification Laboratory স্থাপন এবং South Asian Regional Standards Body (SARSO) এর অফিস ভবন ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হচ্ছে। CNG Mass Verification Laboratory স্থাপনের অগ্রগতি ৪০% এবং South Asian Regional Standards Body (SARSO) এর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৭৫% অগ্রগতি হয়েছে।

১৪.১০ অন- লাইনে তথ্য প্রবাহ এবং সেবা প্রদানের বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগঃ

সর্বসাধারণকে দুততার সাথে তার কাঞ্ছিত সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতিমালা - ২০০৯ অনুসারে বিএসটিআইতে একটি আইসিটি সেল স্থাপনপূর্বক প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআইয়ের ওয়েবসাইট (www.bsti.gov.bd) এর উন্নয়ন, আরও তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটটি Dynamic Website এ রূপান্তর করা হয়েছে। বিএসটিআইয়ের সিএম লাইসেন্সের আবেদন পত্র অনলাইনে জমাদানের/গ্রহণের কার্যক্রম গত ১৫ মার্চ ২০১২ থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমানে যে কেউ বিএসটিআইয়ের ওয়েবসাইটে Log on করে Complaint Box Option ব্যবহার করে বিএসটিআইয়ের সেবা সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, মতামত বা অনুরোধ জানাতে পারেন। দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি সিএম, মান ও মেট্রোলজি উইংসহ এমএসসি সেল এ আন্তঃবিভাগ LAN স্থাপন অর্থাৎ Networking করা হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে কাজ করছে। তাছাড়া জনস্বার্থে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, স্লোগান, নিউজ, পরীক্ষণ সুবিধা, জনসচেতনতামূলক তথ্য মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে প্রেরণ করা হছে।

১৪.১১ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারঃ

বর্তমানে বিএসটিআইয়ের কাজের পরিধি বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত/ বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুণগতমান সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের মাধ্যমে জনসাধারণকে হুরিৎ এবং উন্নত সেবাদানের অঞ্চীকার পূরণের অংশ হিসেবে বিএসটিআইতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। বিএসটিআই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে হুরিৎ এবং বিশ্বাসযোগ্য টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন সার্ভিস প্রদান করে যাছে।

১৫. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(ক) সরকারি অর্থায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন-২০০৯ হতে ডিসেম্বর-২০১৩ পর্যন্ত ৪৪৩২ জন বেকার যুব-মহিলা এবং ৬০৯৬ জন বেকার যুবককে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৮২৪ জন বেকার যুব-মহিলা এবং ১৭৫১ জন বেকার যুবককে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা চাকুরিতে নিযুক্ত হননি তারা সমবায় কিংবা নিজ উদ্যোগে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সরকারের উক্ত গৃহীত প্রকল্পের ফলে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।



সেপা প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্য বেকার মেয়েদের মেশিনে প্রশিক্ষণ

(খ) এ ছাড়াও বিটাক-এ পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে ২৭৯৬ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে উক্ত দক্ষ জনশক্তি দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে শিল্প উৎপাদনে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বিটাক হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ প্রশিক্ষণার্থীগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।



সেপা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

কেন্দ্রের নাম	২০০৯	2020	<i>২০১১</i>	২০১২	২০১৩	মোট
ঢাকা বিটাক	8৬৬	২৭৫	৪০৩	৩৫৪	২৩০	১৭২৮
চট্টগাম বিটাক	১৩০	১৩৫	260	১৫৫	240	960
খুলনা বিটাক	8৫	৫০	৬০	৬৫	৯৮	৩১৮
সর্বমোট	৬৪১	8৬০	৬১৩	৫ ৭8	৫০৮	ঽঀঌ৬

(গ) শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ পরিচালনার জন্য সুদক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ৮৬৫ জনকে পিএলসি (প্রোগ্রাম্যাবল লজিক কন্ট্রোল) এবং সিএনসি (কম্পিউটার নিউমেরিক্স্ কন্ট্রোল) এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত দু'টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দক্ষ কারিগরী জনবল তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি কর্মসংস্থান কিংবা আত্ম-কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশে এ ধরনের দক্ষ জনবলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, ফলে প্রচুর রেমিটেন্স অর্জিত হছে।



প্রশিক্ষণার্থীদের মোটিভেশন অনুষ্ঠান

(ঘ) বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ বর্ষের ৬৯৯৯ জন শিক্ষার্থীকে এ্যাটাচ্মেন্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দান করা হয়েছে। কারিগরী প্রতিষ্ঠনসমূহের শিক্ষার্থীরা বিটাকে এন্টাচমেন্টে এসে ম্যানুফেকচারিং এর বিভিন্ন টেকনিক সম্পর্কে দেখার ও জানার সুযোগ পায়। ফলে তাদের কারিগরী জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত হচ্ছে।



মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রীর বিটাক পরিদর্শন

(৩) অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিটাক উন্নতমানের আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করে দেশের শিল্প উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৫ বছরে দেশীয় মুদ্রায় ৮৬৭৫ লক্ষ টাকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে আনুমানিক ২৬৫৭৫ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিটাকে তৈরিকৃত যন্ত্রাংশসমূহের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। বিটাকে উৎপাদিত যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে আমদানি করতে দেশীয় মুদ্রার বিপরীতে ৪-১০ গুণ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি করে বিটাক দেশের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করেছে তার বিবরণঃ

ক্রুঃ নং	কার্য্য প্রদানকারী সংস্থার নাম	কাজের বিবরণ	বিটাকের মূল্য (লক্ষ টাকা)	আনুমানিক বৈদেশিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	বৈদেশিক মূল্য সাশ্ৰয় (লক্ষ টাকা)
۵	২	•	8	Œ	৬
05	চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন	ই টি পি এর এ রেশান সিস্টেম, গিয়ার, স্প্রোকেট, শ্যাস্ট, কাপলিং, ভাল্ব ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত কাজ।	২০০	P00	৬০০
০২	বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা	গিয়ার, শ্যাস্ট, পাইপ, গিয়ার বক্স, ইম্পেলার কুলার, কনভেসিং লিংক পাম্প তৈরি ।	১৭৫০	৫২৫০	৩৫০০
০৩	ডাক বিভাগ	সিল বর্ষটাইপ ইত্যাদি তৈরি।	২৫০	2000	9৫0
08	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	গিয়ার, শ্যাস্ট, ইম্পেলার, বোল্ট, কাপলিং, ওয়ার্ম গিয়ার, চেইন লিংক, কুলার, জার্নাল বিয়ারিং ইত্যাদি তৈরি।	2600	৬০০০	8600
0 (t	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ	বিভিন্ন প্রকার ক্ল্যাম্প, কানেকটর,টেট্রপয়েড, লেগ ষ্ট্যাব ইত্যাদি তৈরি।	৬২৫	৩১২৫	২৫০০
૦હ	পানি উন্নয়ন বোর্ড	পাম্পের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি।	(00	২৫০০	২০০০
09	প্রাইভেট সেক্টর	টেক্সটাইল, ফুড, ঔষধ ইত্যাদি কোম্পানির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি।	2256	8৫००	৩৩৭৫
ob	ক্যামিন্স জেনারেটর টেকনোলজী লিঃ	গ্যাস জেনারেটর যন্ত্রাংশ তৈরি এবং মেরামত।	(00	9000	২৫০০
০৯	বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান	নৌ বাহিনীর জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক যন্ত্রাংশ তৈরি।	960	২২৫০	\$600
50	আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ	টারবাইনের বিয়ারিং, ইম্পেলার, শ্যাস্ট ইত্যাদি তৈরি।	5500	৬০০০	8৮००
55	বি,আই,ডব্লিউ, টি, সি	বুশ, লাইনার, বিয়ারিং ইত্যাদি তৈরি।	২৭৫	৮২৫	৫৫০
	•	মোট=	৮ ৬৭৫	৩৫২৫০	২৬৫৭৫

১৬. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

১৬.১ স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ২৯০টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৪২১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। গতানুগতিক কোর্সের পাশাপাশি শ্রমবাজার সংশ্লিললম্ভ নিমণবর্ণিত কোর্সসমূহ চালু করা হয়েছেঃ

- ই-গভর্নেন্স এন্ড আই.সি.টি ইনফ্রাস্ট্রাক্তার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ;
- □ ফায়ার সেইফটি ম্যানেজমেন্ট;
- □ হিউম্যান রিসোর্স স্ট্র্যাটেজি এন্ড পলিসি;
- □ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট;
- □ অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট;
- ব্রান্ড ম্যানেজমেন্ট এন্ড সেটিং প্রোডাক্টস ইন এ কম্পেটেটিভ মার্কেট।



প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

১৬.২ ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্স (৬ মাস ও ১ বছর মেয়াদি):

উল্লিখিত সময়ে ০৬ টি ডিপ্লোমা কোর্স-এ ২৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৫১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক ছয় (৬) মাস মেয়াদি নতুন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কোর্সের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পে দক্ষতাসম্পন্ন নতুন প্রজন্মের ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিপিএম)-এর সিলেবাসকে যুগোপযোগী করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএইচআরএম)-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিবিএম)-এর পরিবর্তে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিআইএম) পুনরায় চালু করা হয়েছে।



স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৩ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৬.৩ অনুরোধকৃত এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

বিআইএম বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে (Tailor Made) প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে।

- (ক) বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউএনওসহ উপজেলা পর্যায়ের আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে 'লিডারশিপ, টিম বিল্ডিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট' এবং 'ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল' শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টিটিসি'র প্রধানগণকে পিপিআর সংশ্লিললষ্ট বিষয়াদির উপর ৩ (তিন) সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- (গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওরেস্ট (ইজিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ৪৯ জন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



"Industrial Hazards, Disaster and Safety Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

(ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার 'তথ্য আপা' প্রকল্পে নব নিযুক্ত তথ্য কর্মকর্তা ও জুনিয়ার তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য 'অফিস এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আইটি সার্ভিসেস এন্ড উইম্যান এন্ড চাইল্ড রিলেটেড ইস্যুস'-শীর্ষক দুইমাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ২৬ জন মাঠ পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, বেনবেইস, সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাম্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং সাইক ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি এর চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব^ কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি ক্রয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এগক্ট ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল শিরোনামে ট্রেনিংয়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রশিক্ষণ আয়োজক হিসেবে বিআইএম অবদান রেখে চলেছে।

১৬.৪ পরামর্শ সেবা:

বিগত পাঁচ বছরে পরামর্শসেবার আওতায় ৪৫ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। একত্রে বহু সংখ্যক আবেদনকারীর নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজনের এবং দুততম সময়ে ফল প্রকাশের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা সেবাকে দুততর করার জন্য অপটিক্যাল মার্ক রিডেবল (OMR) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়ে পরামর্শসেবা প্রদান করা হয়েছে এতে বিআইএমের সমীক্ষা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদানের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.৫ তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোগত উন্নয়ন :

বিগত পাঁচ বছরে বিআইএম এর ওয়েবসাইটে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সকল ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১২-২০১৩ সেশন হতে পূর্ণাঞ্চা অনলাইন অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের ভর্তি ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এতে ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

১৬.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

- (ক) ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য নতুন ৬০টি কম্পিউটার সংযোজিত হয়েছে।
- (খ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভিজ্যুয়াল এইডের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কেন্দ্রে যথাক্রমে ১৩টি, ২টি ও ১টি শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।
- (গ) প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে একটি পাজেরো জিপ এবং দু'টি মাইক্রোবাস ক্রয় করে বিআইএমের পরিবহন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

১৬.৭ আর্থিক অবস্থা :

বিগত পাঁচ বছরে বিআইএময়ের মোট বরাদ্দ ও নিজস্ব আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৬৭.৪০ লক্ষ টাকা মোট বরাদ্দের মধ্যে বিআইএময়ের নিজস্ব আয়ের অংশ ছিল ৫০.৯১ শতাংশ অর্থাৎ ৩৩৯.৯০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার ২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বিআইএময়ের মোট বরাদ্দ ও তাতে নিজস্ব আয়ের অংশ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হল :

*লক্ষ টাকায়

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ *	সরকারি অনুদান*	নিজস্ব আয় *	মন্তব্য
২০১৩-১৪	৭৯৫.8৮	৩৬৫.০০	8২৮.৪৮	নিজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ২৬% (প্রাক্কলিত)
২০১২-১৩	৬৬৭.৪০	৩ 80.৫0	৩৩৯.৯০	নিজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৯%
২০১১-১২	৬১৬.৬৯	೨೨೨.00	২৮৩.৬৯	নিজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ৩৪%
২০১০-১১	<i>৫</i> ১৭.৮৭	৩০৭.০৫	২১০.৮২	নিজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৭%
২০০৯-১০	৩৮১.৮০	২০১.৮০	\$ 6.00	

১৭. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

- (ক) নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে আয়ঃ বিগত ০৫ বছরের ডিপিডিটি এর কার্যক্রম অধিক গতিশীল হওয়ায় রাজস্ব আয় জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৩৮৭৬.০৮ লক্ষ টাকা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।
- (খ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অনুমোদন ও সনদ প্রদান : বিগত ৫ বৎসর (২০০৯-২০১৩) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর শিল্পের বিকাশে নতুন উদ্ভাবিত মেধাস্বত্ব এবং উৎপাদিত পণ্যের নকশা ও ট্রেডমার্কস সুরক্ষায় সর্বমোট দেশী ১৩৪ টি এবং বিদেশী ৪৪৪টি পেটেন্ট , দেশী ৩৫৭৭টি এবং বিদেশী ৩০৪ টি পণ্যের ট্রেডমার্কস

অনুমোদন ও সনদ প্রদান করেছে - যা দেশের সামগ্রিক শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা বৃদ্ধি করেছে।

(গ) ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার: ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত নতুন আবেদনগুলো অন-লাইনে গ্রহণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। অধিদপ্তরে একটি Information Technology Unit (আইটি ইউনিট) যুক্ত করা হয়েছে যার ফলে অনলাইনে কাজ করা সহজতর হচেছ এবং জনগণের মাঝে দুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত নতুন দরখাস্তসমূহ অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



ডাটা ক্যাপচারিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

- (ঘ) Help Desk: অধিদপ্তরে একটি Help Desk যুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা নিয়মিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। সেবা গ্রহীতা সকল প্রকার তথ্য অধিদপ্তরের Help Desk থেকে গ্রহণ করতে পারছেন।
- (ঙ) নিজস্ব ভবন নির্মাণ: ঢাকায় আগারগাঁও-এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ১৩ তলা ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য নকশা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- (চ) সেমিনার অনুষ্ঠান/দিবস উদ্যাপন: ব্রান্ডিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ব্রান্ডিং বিষয়ে অধিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ব্যবসায়িক সংগঠন, উদ্ভাবক, গবেষক, শিক্ষক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৮. বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

১৮.১ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্কোন্নয়ন এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ

বেলারুশ স্টেট সেন্টার ফর এ্যাক্রেডিটেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএবি আর্ন্তজাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। গত ১২ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বেলারুশের প্রধানমন্ত্রী মিকাইল মিয়াসনিকোভিচের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং বেলারুশের পক্ষে সে দেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সের্গেই অ্যালেনিক উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

১৮.২ এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান ঃ

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন,২০০৬ অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হলো যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্ধারিত ক্ষেত্রে মান এবং কারিগরি ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় যোগ্য ও দক্ষ প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান। ২০১২ সালের ৯ জুন বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডান্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) এর ইনন্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস) ল্যাবরেটরিকে ISO/IEC 17025 এর ভিত্তিতে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মাধ্যমে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরো ১১টি দেশীয় ও বহুজাতিক লেবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশেন মেট্রোলজি লেবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা ছিল দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রযাত্রার এক মাইল ফলক।



বিএসটিআই এর মেট্রোলজি লেবরেটরি'র এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান

১৮.৩ বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস- ২০১৩ উদ্যাপন ঃ

৯ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''এ্যাক্রেডিটেশন: বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক''। এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই এর মিলনায়তনে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বহুজাতিক পরীক্ষাগার, গবেষণাগার, পরিদর্শন সংস্থা, রেগুলেটরী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে মান ও মান ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিএবি এ্যাসেসর এবং দেশী-বিদেশী এ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক এবং জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রচারণার উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সম্যুক ধারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশীয় দু'টি পরীক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া এ দিবসের খবর এবং সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে।



বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

১৮.৪ পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অবহিতকরণঃ

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের ২০০৬-২০১১ মেয়াদের পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে বিএবির একটি প্রতিনিধি দল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বিএবির চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মঈনুদ্দিন মিয়াজী মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদনটি হস্তান্তর করেন ও বিএবির সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন।



মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিএবির পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৬-২০১১) হস্তান্তর

১৮.৫ আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণঃ

বিএবি এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন ও আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (আইএএফ) এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (আইল্যাক) এর বার্ষিক সাধারন সভা এবং কারিগরি সভায় যোগদান করে। এ সব অনুষ্ঠানে যোগদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আইএএফ এবং আইল্যাক এর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বের এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থাগুলোর মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা।



ILAC-IAF ২০১৩ সম্মেলনে বিএবি'র কর্মকর্তাগণ

১৮.৬ আন্তর্জাতিক মানের উপর অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনঃ

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অ্যাসেসর পুলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পাঁচ বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের উপর অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে বিএবি Proficiency Testing (PT) বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। বিএবি ৬টি প্রি অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিভিনণ ধাপের অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে। বিএবি'র আয়োজনে ISO:9001:2008 এর উপর একটি লীড অভিটর কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১২ সালে Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) এর সাধারণ সভা, Pacific Accreditation Co-operation (PAC) প্লেনারি সভা, SAARC Expert Group On Accreditation (SEGA), অ্যাপল্যাক-আইলাক সাধারণ সভা-তে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন ফোরামে জোরালো ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।



ISO/IEC 17025 এ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ

১৮.৭ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ লাভ ঃ

২০১০ সালে বিএবি ILAC এর এ্যাফিলিয়েট সদস্য পদ লাভ করে। বিএবি ২০১১ সালের জুন মাসে Pacific Accreditation Cooperation (PAC) এর সহযোগী সদস্য পদ লাভ করে।

১৮.৮ প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএবি দেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবির অংশগ্রহণে ২০০৯-২০১৩ সময়ে ১৮টি মতবিনিময় সভা, ০৫টি সেমিনার, ২০টি জাতীয় কর্মশালা ও ০২টি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ ছাড়াও বোর্ড ০১টি পঞ্চবার্ষিক, ০২টি বার্ষিক প্রতিবেদন, ০৮টি নিউজ লেটার, ০৪টি সারণিকা ও ০২টি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছে। বিদেশে ILAC, APLAC, PAC, NATA নিউজ লেটারে বিএবি'র কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

(ক) জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টিকল্পে জুন ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৯৯টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে ২৯৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- (খ) কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ২৩টি শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন করা হয়। উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে ৩৫টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন করা হয়।
- (গ) শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমে উদুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৪০টি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রচারাভিযান কর্মসূচি পরিচালনা ও ৪২০০ জনকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতন ও উদুদ্ধ করা হয়।
- (ঘ) উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য ভান্ডার গঠন এবং উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে ৩২২টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সেক্টরভিত্তিক উৎপাদনশীলতার সঠিক অবস্থা নিরূপণ ও উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ২০টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা হয়।
- (৬) উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ৮৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে ৩০১৫ জন অংশগ্রহণ করেন। কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৩৫০২৫টি পুস্তিকা/ লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- (চ) এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত এপিও সদস্যভুক্ত ২০টি দেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের মোট ১৫০ জন প্রতিনিধিকে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।
- (ছ) এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক মোট ৮টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- (ঝ) Technical Expert Service (TES) আওতায় কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এপিও'র সহায়তায় এনপিও'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২০টি প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হয়।
- (ঞ) বিশ্ব ব্যাংক এবং এপিও'র সহায়তায় Distance Learning Network এর আওতায় MS, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Knowledge Management, Agriculture Productivity, Customer Relationship Management and ICT Security Information System এর উপর ২৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এতে ৭৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।



২রা অক্টোবর ২০১১ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলন

- (ট) বিগত ০২ অক্টোবর,২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং তিনি উক্ত সম্মেলনে ০৩টি ঘোষণা প্রদান করেনঃ
 - (১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা;
 - (২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা; এবং
 - (৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান।
- (ঠ) ০২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সারা দেশব্যাপী ১ম জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উপলক্ষে উৎপাদনে উৎকর্ষতার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের মোট ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত হয়।



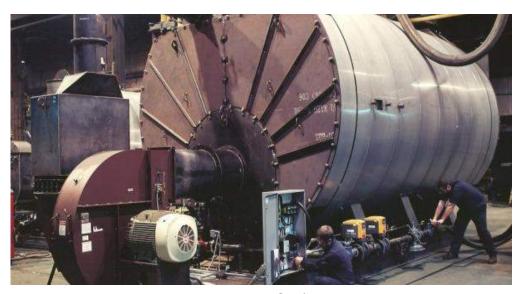
জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১২ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে র্যালী

- (৬) ০২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে "উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই আগামী দিনের সমৃদ্ধি" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের মোট ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত হয়।
- (ঢ) নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ১০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবারের মত ১১.১১.২০১৩ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০১২ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দপ্তর বয়লার আইন ও বিধিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বয়লার পরিদর্শন, রেজিষ্ট্রেশন এবং বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করে থাকে। দেশে দুত শিল্পায়নের সাথে সাথে এ দপ্তরের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণভাবে সকল শিল্প কারখানায় বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোং, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল ও গামেন্ট্স ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে এ দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।



বয়লার পরিদর্শন

২০.১ আঞ্চলিক অফিস স্থাপনঃ

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সেবা বয়লার প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৩টি নতুন পদ সৃজনসহ এ দপ্তরের ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। জুন ২০১২ হতে আঞ্চলিক অফিসগুলির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নিম্নে আঞ্চলিক অফিসসমূহের অধিক্ষেত্র দেয়া হলো :

ক্রঃ নং	অফিসসমূহের নাম	অফিসের অধিক্ষেত্র
٥	সদর দপ্তর ও ঢাকা আঞ্চলিক অফিস	ঢাকা বিভাগ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ
২	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস	চট্টগ্রাম বিভাগ
9	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস	রাজশাহী বিভাগ, খুলনা ও রংপুর বিভাগ

২০.২ বয়লার পরিদর্শন, রেজিষ্ট্রেশন ও রাজস্ব আদায়ঃ

বিষয়	সংখ্যা
বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদানের সংখ্যা	১৯০৪২
রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সংখ্যা	১৫৬৩
বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা	৩২৫২
দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বয়লারের সংখ্যা	৫১৩
রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	2220

২০.৩ ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বয়লার প্রতকারী ও ব্যবহারকারীগণ অতি সহজেই বিভিন্ন ফরম ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। উক্ত দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, ফিস প্রাপ্তির রেকর্ড ও বয়লার এটেনডেন্টদের রেকর্ডের সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে এ দপ্তরের ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে।
